দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21/12/83 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 7 ...

043

# উচ্চ শিক্ষা অযোগ্যতা

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও ধৈর্যের ফলশ্রুতি হিসাবেই তাদের জাতীয় বেতন স্কেল প্রাপ্তি। আশা করা হয়েছিলো বেতন স্কেল নির্ধারণে যোগ্যতার যাচাই ও সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সংখ্যার অপ্রতুলতা ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দের আত্মকেন্দ্রিকতার দরুন উচ্চ শিক্ষিত অর্থাৎ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীগণ সুবিচার পাননি।

উচ্চ শিক্ষা যে অযোগ্যতার পরিচায়ক, বিশেষ করে শিক্ষা অঙ্গনে তারই অনন্য সাধারণ প্রমাণ বা প্রয়াস স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের জন্য নিরূপিত জাতীয় বেতন গ্রেড। চাকরির দুষ্প্রাপ্যতা ও চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির শিকার কিছুসংখ্যক এমএ এমএসসি ও এমকম ডিগ্রীধারী স্কুল শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, তারা যে তাদের ডিগ্রী অনুযায়ী চাকরি পাননি সেটা তাদের অযোগ্যতা নয়, বরং অনুন্নত দেশের জাতীয় অক্ষমতা। মনে করা স্বাভাবিক কিছুসংখ্যক শিক্ষক নেতৃবৃন্দের হীনমন্যতা ও সুপ্ত ঈর্ষার হয়তো শিকার হয়েছেন উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ।

জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তিত হওয়ার আগে উপরে বর্ণিত শিক্ষকবৃন্দ সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছিলেন এবং সেই হিসাবে সরকার প্রদত্ত ভাতাদি পেতেন। আলোচ্য বেতন স্কেলে তাদের যে শুধু বিএ পাস শিক্ষকদের সমপর্যায়ের স্কেলে জুনিয়র শিক্ষক হিসাবে পদাবনতি ঘটানো

জনমত

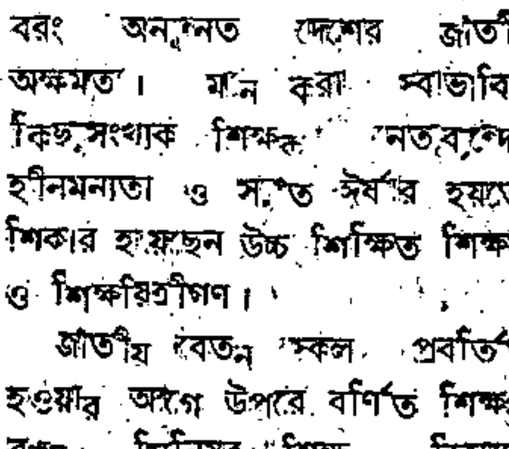

হয়েছে তা নয় এতদিন ভোগকৃত বেতন ও ভাতাদি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ন্যায়নীতির মানদণ্ডে এটা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের প্রতি শুধু অবিচার নয় উচ্চ শিক্ষার অবমাননা ও শিক্ষা সংকোচন নীতির পরিচায়কও বটে। যেকোন দেশে উচ্চ শিক্ষা যেকোন পেশায় অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, অযোগ্যতা কখনো নয়। উচ্চ শিক্ষার অবমূল্যায়ন বা অপমূল্যায়ন যদি সরকারী শিক্ষানীতি হয়, তাহলে বলার কিছুই থাকে না।

পরিশেষে এ বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তাহমিনা শারমিন
পূর্ব মাদারবাড়ি
চট্টগ্রাম।